



শ্রীমতী সরস্বতী পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রী রত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিষ শাস্ত্রী





শ্রীশ্রীস্বরস্বতী পূজাপদ্ধতি

[আদি, আসন, পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, ফর্দমালা ও মুদ্রাদির চিত্রসহ বরাতবিহীন পুঁথি]
কাশ্যপগোত্রীয়—

পণ্ডিত শ্রীরত্নেশ্বর চন্দ্রজ্যোতিষশাস্ত্রী





সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় | পৃষ্ঠা | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------|--------|
| হস্তিবাচন | ৫ | মাসভক্তবলি | ১০ | করন্যাস | ১৬ | কাণ্ডরোপণ মন্ত্র | ২১ |
| হস্তিসূক্ত | ৫ | আসনশুদ্ধি | ১১ | অঙ্গন্যাস | ১৭ | সূত্রবেষ্টন মন্ত্র | ২২ |
| সাক্ষ্যমন্ত্র | ৬ | পুষ্পশুদ্ধি | ১১ | ব্যাপকন্যাস | ১৭ | আবাহন | ২২ |
| বরণ | ৬ | প্রাণায়াম | ১২ | ঋষ্যাদিন্যাস | ১৭ | চক্ৰদান | ২৩ |
| সঙ্কল্প | ৭ | ভূতশুদ্ধি | ১২ | ধ্যান | ১৭ | প্রাণপ্রতিষ্ঠা | ২৩ |
| সঙ্কল্পসূক্ত | ৭ | মাতৃকান্যাস | ১৩ | মানসপূজা, বিশেষার্থ | ১৮ | গণেশাদির পূজা | ২৪ |
| পঞ্চাংগ্য শোধন মন্ত্র | ৮ | অন্তর্মাতৃকান্যাস | ১৩ | পীঠপূজা | ১৯ | প্রধান পূজা | ২৬ |
| সামান্যার্থ | ৮ | বাহ্যমাতৃকান্যাস | ১৪ | বেদীশোধন | ২০ | পুষ্পাঞ্জলি, প্রণাম মন্ত্র | ২৯ |
| দ্বারপূজা | ১০ | সংহারমাতৃকান্যাস | ১৫ | বিতানশোধন | ২০ | হোম | ৩০ |
| বিদ্যাপসারণ | ১০ | পীঠন্যাস | ১৬ | ঘটস্থাপন | ২০ | সরস্বতী স্তোত্রম্ ও কবচ | ৫৪ |

ফদদমালা

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষ ডাব ১, এক সরা আতপ চাউল, পুষ্পদি, আসনাসুরীয়ক ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতী শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, চন্দ্রমালা ১, বিশ্বপত্রমালা ১, থালা ১, গেলাস ১, শঙ্খ ১, লৌহ ১, নথ ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, ফুল, আবির, ল, মধ্যাসার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ২৫০ গ্রাম, পান, পানের মশলা, হোমের বিশ্বপত্র ২৮, কর্পূর, পূর্ণপাত্র ১ ও দক্ষিণা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি

স্বস্তিবাচন—মাঘমাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ হস্তে কুশাদুরীয়ক ধারণ করিয়া নারায়ণে (শালগ্রামশিলায়) গন্ধপুষ্প দিয়া তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপতণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—“কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্।। ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।। ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।” মন্ত্রপাঠ করিয়া আতপচাউল বিকীরণ করতঃ স্ববেদান্ত সূত্রপাঠ করিবে।

স্বস্তিসূত্র (সাম)—“ওঁ সোমং রাজানাং বরুণমগ্নিমদ্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুৰা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতুঃ।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।”

(যজু)—“ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিস্তনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ও গণানাত্মা গণপতিগুং হবামহে, প্রিয়ানাত্মা প্রিয়পতিগুং হবামহে, নিধিনাত্মা নিধিপতিগুং হবামহে। বসো মম।। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি।।” পরে কৃতাজলি হইয়া সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবে।

সাক্ষ্যমন্ত্র—*“ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যহ ক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং যচরামরাঃ। ব্রাহ্মণ্য শাসনমাস্ত্রায় করধ্বমিহ।।”

বরণ—কর্ত্তা স্বয়ং পূজাকরণে অশক্ত হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবে। কর্ত্তা পূর্ব্বাস্যে এবং বৃত্ত ব্রাহ্মণ উত্তরাস্যে উপবেশন করিবে। কর্ত্তা কৃতাজলি হইয়া বলিবে “ও সাধুভবনাস্তাম্।” বৃত্ত ব্রাহ্মণ বলিবে “ও সাধ্বহমাসে।” কর্ত্তা বলিবে “ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও অর্চয়।” কর্ত্তা গন্ধপুষ্প, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাদুরীয়ক গ্রহণ করিয়া “এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদুরীয়কযজ্ঞোপবীতানি ও ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ বলিবে “ও স্বস্তি।” পরে কর্ত্তা আতপচাউল

* শ্রী ও শূদ্রপক্ষে সর্ব্বত্র কেবল, “স্বস্তি” শব্দ প্রয়োগ করিবে। “পুণ্যাহং, সন্নিধিদ্ ও স্বচ্ছিত্” এই শব্দ “ও” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। “ও” পরিবর্ত্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ হইবে।

লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবে—যথা, “বিষ্ণুরো তৎসদস্য মাঘেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কলিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজাকর্ম্মণি পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাগমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।” বৃত্ত ব্রাহ্মণ বলিবে “বৃত্তোহস্মি।” কর্ত্তা কৃতাজলি হইয়া বলিবে “ও যথাবিহিত পূজককর্ম্ম (তন্ত্রধারককর্ম্ম) কুরু।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও যথাজ্ঞানং করবাণি।।” অতঃপর সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্র কুশ, তিল, ফল (হরিতকী), পুষ্প ও জলাদির দ্বারা পূর্ণ করতঃ পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া পূর্ব্বাস্যে বা উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরো তৎসদস্য মাঘেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজককর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে “অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য করিষ্যামি”)। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদি)—“ও দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবট্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে।। ও অস্য সঙ্কলিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।”

যজুর্বেদি—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পনস্ত। ও অস্য সঙ্কলিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।” পরে স্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—(সামবেদি)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজ্জাতেন মনুতঃ সবন্ধবঃ।

রিহতে ককুভো মিথঃ।। দুগ্ধ—ওঁ সবন্ধবঃ গব্যো যু নো যথা পুরোশ্চরোত রথরা। বরিবস্যা মহোনাম্।। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষ্য জিষ্ণেগরশস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রণ আয়ুংযি তারিষৎ।। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়ৌবা, পৃথি মধুদুঘে সুপেশমা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিদ্ধভিতে অজরে ভূরিরেতসা।। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোবাহভ্যাং পুষেগ হস্তাভ্যাং গৃহামি।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ করিবে।

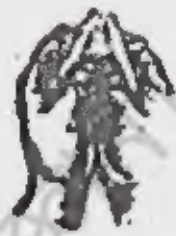
যজুর্বেদি—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীন্। ইন্দ্ররীং সর্বভূতানাং তামিহোপহুয়েশ্রিয়ন্।। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষ্য জিষ্ণেগরশস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রণ আয়ুংযি তারিষৎ।। ঘৃত—ওঁ তেজোহসি ওক্রমস্যামৃতমসি ধামনামসি। প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবযজনমসি। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোবাহভ্যাং পুষেগ হস্তাভ্যাদদে।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া মণ্ডলে “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিবৌ

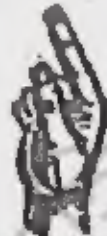
নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে (ঐং) মূলমন্ত্রে অথবা ওঁ মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করিয়া “ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ” ওঁ উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়ানে নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রস্থ জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করতঃ ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা



ধেনুমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



অবগুণ্ঠনমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অধুশমুদ্রা

ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ অধুশমুদ্রায় “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিদ্ধ কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।” মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া পাত্রস্থ জল দ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা করিবে।

দ্বারপূজা—জলদ্বারা “ফট্” মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে, যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও গাং গণেশায় নমঃ” এইক্রমে “ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ বাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।” অশঙ্কপক্ষে “ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ” পরে বিদ্যাপসারণ করতঃ মাঘভক্তবলি প্রদান করিবে।

বিদ্যাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিদ্যুৎ, “ওঁ অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিদ্যুৎ ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিদ্যুৎ অপসারণ করিবে।

মাঘভক্তবলি—ভূমিতে স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নূতন মৃৎপাত্র বা বিদ্যপাত্র মাঘকলাই, দধি ও আতপচাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবে। পরে ভূতগণের আবাহন করিবে, যথা—“ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসমিধন্ত ইহসমিরুধ্যক্ষম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত।।” অতঃপর “বং এতস্মৈ মাঘভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে শোধন, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাঘভক্তবলয়ে নমঃ, এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “এব মাঘভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। পরে কৃতাজলি ইইয়া পাঠ্য—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ তে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ মর্যাদন্ত

বলিরেয প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ বলিভিস্তার্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাং বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মংকৃতাম্।। এব মাঘভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।।” অতঃপর কিছু অঙ্কিত বা শ্বেতসর্বপ গ্রহণ করিয়া “ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্যকর্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্কুরা।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।। অপসর্পন্ত তে সর্কে চণ্ডিকাশ্চৈব তাড়িতাঃ।” মন্ত্র পাঠ করতঃ “ফট্” মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিয়া আসনশুদ্ধি করিবে।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ্য, যথা—“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথিবীয়া ধৃতালোকা দেবিত্বং বিকুন্ডা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।” (বামে) “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ”, ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ”, (দক্ষিণে) “ওঁ গণেশায় নমঃ”, (মধ্যে) “ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করতলদ্বয় শোধন করতঃ ছোটিকার দ্বারা (তুড়ি) দশদিক্শুদ্ধন করতঃ পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করতঃ “পুষ্পকেতু রাজাহতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং” মন্ত্রে পুষ্প

স্পর্শ করিয়া “ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচর্যাবকীর্ণে চ হুং ফট্ দ্বাহা।।” মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র (ঐং) ষোড়শবার জলদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিয়া উভয়নাসা রুদ্ধ করতঃ কুস্তক করিবে এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া কুস্তক করিয়া দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোড়শ, কুস্তকে চতুঃষষ্টি ও রেচকে দ্বাত্রিংশবার করিতে হয়। অসমর্থপক্ষে একবার করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশক্তপক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশবার স্থলে আটবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবে।

অথ ভূতশুদ্ধি—রং ইতি জলধারয়া বহিঃপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাদে উত্তানৌ করৌ কৃদ্বা হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবাগ্নানং হৃদয়স্থঃ দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুযুনা-বর্জনা মূলাধারস্থাবিষ্টানমণিপূরকানাহত-বিগুদ্বাজ্যখ্য যট্চক্রাণি ভিত্তা শিরোহবহি-
তাদ্যোমুখ সহস্রদলকমলকর্নিকান্তর্গত পরমাঙ্গনিসংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যাগ্নেজাব্যাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্তক্শ্রোত্র-

বাকৃপাণিপাদপায়ুপস্থ শ্রুতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীলানি বিভাব্য দক্ষিণনাসাপুটে ধৃত্বা বমিতি বায়ুবীজং দ্বন্দ্ববর্ণং বামননাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটে ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃদ্বা, বামনকৃদ্বিহ কৃষ্ণবর্ণং পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দক্ষিণনাসায় বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে বমিতি বহিবীজং রক্তবর্ণং ধাত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটে ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃদ্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দক্ষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন বামননাসায় ভ্রম্মেন সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঐমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামননাসাপুটে তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটে ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃদ্বা তন্মাত্রলটস্থচন্দ্রাদ্গনিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাঙ্কিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতি পৃথিবীজস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসায় বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাঙ্গিনী চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ।।” পরে ন্যাসাদি করিবে।

মাতৃকান্যাস—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মাণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রৌচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হনুভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।

অন্তর্মাতৃকান্যাস—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং

জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং
বং সং ইতি মূলাধারে। হং ঋং ইতি ব্রুমধ্যে।

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পদ্যাবক্ষঃস্থলাং ভাস্কমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তুনীম্। মুদ্রামক্ষণ্ডং
সুধাত্যকলসং বিদ্যাধঃ হস্তানুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে।। অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং
নমঃ (চক্ষুর্যোগে), উং উং নমঃ (কর্ণযোগে), ঋং ঋং নমঃ (নাসাঃ), ৯ং ৯ং নমঃ (গণ্ডযোগে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং
নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), ঋং নমঃ (কূপরে), গং নমঃ
(মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূপরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ
(অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোক্ষমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং
নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), তং নমঃ (বামোক্ষমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), পং
নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ
(দক্ষকক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), ঝং নমঃ (বামকক্ষে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষহস্তে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদয়াদি
দক্ষিপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে) ঋং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।।

সংহারমাতৃকান্যাস—ওঁ অক্ষয়জং হরিণপোতমুদগটকং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দুমৌলিনিরূপামরবিদবাসাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।। ঋং নমঃ—হৃদয়াদিমুখে, লং নমঃ—হৃদয়াদিজঠরে, হং নমঃ—হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে, সং নমঃ—
হৃদয়াদিদক্ষিপাদাগ্রে, যং নমঃ—হৃদয়াদিবামকরাগ্রে, শং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিণকরাগ্রে, ঝং নমঃ—বামকক্ষে, লং নমঃ—ককুদি, রং
নমঃ—দক্ষিণকক্ষে, ষং নমঃ—হৃদি, মং নমঃ—উদরে, ভং নমঃ—নাভৌ, বং নমঃ—পৃষ্ঠে, ফং নমঃ—বামপার্শ্বে, পং নমঃ—
দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ—বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ধং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ—গুলফে, থং নমঃ—জানুনি, তং নমঃ—বামপাদমূলে, গং
নমঃ—দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ঢং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ—গুলফে, ঠং নমঃ—জানুনি, টং নমঃ—দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ—
বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ঋং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ—বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ—কূপরে, চং নমঃ—বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ—দক্ষিণ
করাঙ্গুল্যাগ্রে, ঘং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ—দক্ষমণিবন্ধে, ঋং নমঃ—কূপরে, কং নমঃ—দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ—মুখে, অং
নমঃ—মস্তকে, ওং নমঃ—অধোদন্তপঙ্ক্তৌ, ঔং নমঃ—উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ, ঐং নমঃ—অধরে, এং নমঃ—ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ—বামগণ্ডে,
৯ং নমঃ—দক্ষিণগণ্ডে, ঋং নমঃ—বামনাসাপুটে, ঋং নমঃ—দক্ষিণনাসাপুটে, উং নমঃ—বামকর্ণে, উং নমঃ—দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ—
বামনেত্রে, ইং নমঃ—দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ—মুখবৃত্তে, অং নমঃ—ললাটে।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যে নমঃ, ওঁ কুর্মায়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিবী নমঃ, ওঁ কীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায় নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণদিকে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামদিকে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোক্তমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোক্তমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভী—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ, ওঁ ঋং বহুমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আয়ানে নমঃ, অং অন্তরায়ানে নমঃ, পং পরমায়ানে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানায়ানে নমঃ। ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রীয়ে নমঃ, ওঁ ধৃত্যে নমঃ, ওঁ স্মৃত্যে নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যে নমঃ। মধ্য—ওঁ বিদ্বেশ্বর্য্যে নমঃ। তদুপরি—ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ॥

করন্যাস—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বযট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাম্ হ্রীং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঋং অঃ অঙ্গায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদরায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ভং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বযট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচার্য্য হ্রীং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং লং হং সং ঋং অঃ অঙ্গায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস—গন্ধপুষ্প লইয়া প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র (ওঁ ঐং) উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত, অনন্তর নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত উভয় কর দ্বারা সাতবার অথবা কমপক্ষে তিমবার ব্যাপকন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীশ্রীসরস্বতীমন্ত্রস্য কণ্ঠাধিঃ বিরাড়্, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীশ্রীবাগীশ্বরীদেবতা মম কবিত্বশক্তিবৃদ্ধয়ে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজায়াঃ বিনিয়োগঃ॥ (শিরসি) “ওঁ কণ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ।” (মুখে) “ওঁ বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।” (হৃদি) “ওঁ বাগীশ্বর্য্যে দেবতায়ৈ নমঃ॥”

ধ্যান—“ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিজতীশুভ্রকান্তিঃ। কুচভরণমিতাজী সন্নিবন্বা সিতাজে॥ নিজকরকমলোদ্যল্লেন্থনী পুষ্পকশীঃ। সকল বিভবসিদ্ধৌ পাতু বাগ্দেবতা নমঃ॥” পরে মনসাপূজা করতঃ বিশেষার্থ্য্য স্থাপন করিবে।

ওঁ প্রভায়ে নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ে নমঃ, ওঁ শ্রীয়ে নমঃ, ওঁ ধৃত্যে নমঃ, ওঁ শূত্রো নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যে নমঃ " অতঃপর—“ওঁ বিদ্যাশ্রীয়ে নমঃ। তদুপরি—“ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর বেদীশোধন ও বিতানশোধন করিয়া যবেদেস্ত মন্তু ঘট স্থাপন করিবে

বেদীশোধন—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপাত্রে বহিস্মা বহিবিক্রিয়ান্ যুপেন যুপ আপাশিতাঃ প্রধতেহহিকর্মণা

বিতানশোধন—ওঁ উর্ধ্ব উ য় য উভয়ে, তিষ্ঠা দেবো না সখিতা। উর্ধ্বা বাহুস্যা সখিতা যদ্বিত্তিকর্মণ্যুর্ধ্ববিহনামহ

ঘটস্থাপন সামবেদি—ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ্য—ওঁ মহিষাণামনন্দদাক্ষ্য মিহ্রসার্বাণাঃ নঃ দুর্বার্গ বরুণস্য বরুণ—ওঁ ধানবন্তং কবচিগমপূবন্তমুক্ধিনং, ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ। ঘট—ওঁ আশিশন কলশং সূত্রো বিদ্যা অর্ঘ্যভিক্রিয়। উর্ধ্ববিহন্য পশ্যতঃ, জল—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা। ঘটৈর্গব্যুতি-মুকুতম্। মল্লাবজংসি সুক্লত্। পল্লব—ওঁ অম্মর্ত্যাবতো বৃক্ষ উর্ধ্বৈর্দার্বকী ভব পর্ণ বনস্পতে নৃতা চ সূতাং রয়িঃ। ফল—ওঁ ইদং নবোনোদিতাহবন্তে, যৎপর্যায়নজাত্রে দিবস্তাঃ। শূরো নৃতাভা শ্রবসশ্চকম, অম্মর্ত্যে ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। বস্ত্র—ওঁ যুবাসুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥ সিদ্ধুর—ওঁ সিন্ধোকচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ধং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ পুষ্প—ওঁ হ্রীংসি মহি বনহ। স্থির্দীকবণ—ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিদ্ভ প্রণেতঃ স্মিস্তাতহীণীগাম্। কৃতাজ্জলি ইহীয়া পাঠ্য—“ওঁ সর্কর্ত্যার্থোত্তবঃ বহি সর্কর্ত্যেবসমমিতম্, ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥

যজুর্বেদি॥ ভূমি—ওঁ ভূবসি ভূমিস্যানিতবসি বিশ্বধারা বিশ্বস্য ভুবনস্য বহ্না দুর্ধবঃ বহু পুত্রঃ, দুর্ধব—

ধান্য—ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্। কলশ—ওঁ আ জিহ্ব কলশং, মহাত্মা বিশ্বদ্বন্দ্বতঃ, পুনর্ভবো নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধূম্ভাকৃধারা পয়স্বর্তী, পুনর্ম্মা বিশতাদ্রবিঃ। জল—ওঁ বরুণনোত্তমমসি। বরুণস্য মন্তুসমর্চি হঃ, বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥ পল্লব—ওঁ ধমনা গা ধমনাজিৎ জয়েম, ধমনা তীত্রাঃ সমলো জয়েম। ধনুঃ শূরোদপকমঃ কণোতি। ধমনা সর্কর্মাঃ প্রদিশো জয়েম॥ ফল—ওঁ যাঃ ফলিনার্মা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পির্কঃ। বৃহস্পতি-প্রদত্তস্তা নো যুগঃস্থতঃ। সিদ্ধুর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধবনে শূঘনাসো বা তপ্রমিয়াঃ পতয়ন্তি যথাঃ। যুতস্য ধারা অকমো না বর্ত্তী কণ্ঠভিন্মুখিভিঃ পিপ্লবনঃ। পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমধিনৌ ব্যাভ্রম্। ইয়ল্লিযণ মুম্বইষণ সর্কর্ত্যেবসমমিতম্। বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ানঃ ভবতি জায়মানঃ॥ তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। স্থির্দীকবণ—“ওঁ স্থিরো ভব বিভ্রস আওর্ত্তব বাজ্যর্কবন্ পৃথুর্ভব সুদমগেঃ পুরীষবাহনঃ॥” কৃতাজ্জলি ইহীয়া পাঠ্য—“ওঁ সর্কর্ত্যার্থোত্তবঃ বহি সর্কর্ত্যেবসমমিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ।” অতঃপর কাণুরোপণ ও সূত্রবেষ্টন মন্তু পাঠ করিয়া দেবীদেব অর্চন করিবে

কাণুরোপণ মন্ত্র—কাণ্ড অর্থাৎ তাঁরকাঠি স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্রবোহন্তী পুরুবঃ পুরুবস্পরি। এতান্না দুর্কেষ প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥

সূত্রবেষ্টন মন্ত্র—সূত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ওঁ সূত্রমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মানমদিতং সুপ্রবীণতম দেবীং
হরিত্রাহ্মণাগমগত্রবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥”

আবাহন—কুম্ভমুদ্রা পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্র (এং) উচ্চারণপূর্বক পুষ্প দেবীর অঙ্গদেশে চিত্ত করিয়া



আবাহনামুদ্রা



স্থাপনামুদ্রা



সান্নিধাপনামুদ্রা



সান্নিবোধনামুদ্রা



সম্মুখাকরণামুদ্রা



কুম্ভমুদ্রা



পরমীকরণমুদ্রা

পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবতার আহ্বান করিবে, যথা—“ওঁ ভূর্ভবঃস্বর্ভবঃ কৃত
সরস্বতীদেবী স্বকীয় পরিবারগণসহিত। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনী মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসন্নিবেহি (সন্নিধাপনা
মুদ্রা), ইহসন্নিবোধ্যস্ব (সন্নিবোধনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (সম্মুখাকরণী মুদ্রা)।” অতঃপর “ওঁ” মন্ত্রে অঙ্গভেদে
(পৃঃ ৯) প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ “বং” মন্ত্রে, ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ৯) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর
কৃতাজ্জলি ইহীয়া পাঠ্য—ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলাভে পরিবারসমম্বিতে যাবত্ৰাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ৰংসুহিরা ভব॥” অতঃপর চক্ষুর্দান ও
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

চক্ষুর্দান—কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কঙ্জুল গ্রহণ করিয়া অগ্রে উর্ধ্বনেত্রে, পবে বামনেত্রে এবং তৎপবে দক্ষিণনেত্রে চক্ষুর্দান
করিবে। মন্ত্র যথা, উর্ধ্বনেত্রে—“ওঁ কয়া নশিত্র আভুবদৃতী সদাবুধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃত্তা।” বামনেত্রে—“ওঁ অ পায়স্য সমেত
তে বিশ্বতঃ সোমবৃষণম্। ওবা বাজস্য সঙ্গথে।” দক্ষিণনেত্রে—“ওঁ চিত্রং দেবানামৃদলনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাত্তেঃ আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী
অন্তরীক্ষং সূর্য আতা জগতন্তম্বুষ্টচ।।”

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ প্রতিমাব মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র (এং) অষ্টোত্তর
শতবার জপ করিবে, অতঃপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিমাব মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া
অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দেবীপ্রতিমার হৃদয় অথবা কপোল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা
করিবে, যথা—“ওঁ আং হ্রীং, ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যা প্রাণা ইহ প্রাণাঃ॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং



লেনিহা মুদ্রা

সংস্কৃত-সাহিত্য-বিভাগে ত্রিভুবনমণ্ডিতং তেজসাপূৰ্ণতীং ধায়েদুৰ্গাং জগদ্ধাত্রীং ত্রিদেশপরিবৃত্তাং দেবিতং সিন্ধু-সাগর-
 পদ্ম-কল্যাণ-“এব পদ্মঃ ও হ্রীং দুৰ্গায়েঃ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পক্ষোপচারে পূজা করিয়া প্রধান করিয়ে দণা — “ও সৰ্বভূতসংহর-
 শিব সৰ্ব শ সখিকে শরণে ত্রাসকে গৌরী নারায়ণি ননোহস্ততো॥” পরে প্রধান পূজা করিয়ে

প্রধান পূজা—প্রথমে দেবীর ধ্যান—(পৃঃ ১৭) কবিতা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা কবিতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে বৎসর উপলক্ষ্যে
 হৃদয়স্থিত নিবেদন করিবে, যথা, আসন—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ কবিতা “বৎ এতস্মৈ রজতাসনং নমঃ” মন্ত্র আসন শোভন করিবে
 “এত গন্ধপুষ্প এতদধিপত্যে দেবায় ঐ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানং ঐ ঐঃ শ্রী শ্রীসবহতীদেবী
 নমঃ” মন্ত্র পাঠ করত “ওঁ আসনং গৃহ্যং দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সর্বকামফলং দেহি বৎসরী নমোহস্ত্যে এতৎ
 রজতাসনং ঐ ঐঃ শ্রীশ্রীসবহতীদেবী নমঃ” মন্ত্রে দেবীকে নিবেদন করিবে। স্বাগত—“ওঁ ভূভুবঃস্বর্ভগবতি শ্রীশ্রীসবহতীদেবী স্বাগতঃ
 সুসাগতং কুশলং তে। ঐ স্বাগতং অনুগৃহীতোহস্মি সুখাগতমিদং শুভম্। প্রপন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে ॥” পাদ্য—পাদ্য গ্রহণ
 কবিতঃ উপযোক্ত প্রকারে অর্চনা কবিতঃ “ওঁ পাদ্যং গৃহ্যং দেবেশি সর্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে বিকুণ্ডলভে ॥ এতৎ
 পাদ্যং ঐ ঐঃ শ্রীশ্রীসবহতীদেবী নমঃ ॥” অর্ঘ্য—অর্ঘ্য গ্রহণ কবিতঃ অর্চনা করিয়া “ওঁ দুর্বার্দ্ধতসমায়ুক্তাং গন্ধপুষ্পং তথা পবম্।

[illegible]

ববিজ্যোতিশ্চজ্যোতিষথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ দীপঃ ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।
নৈবেদ্য — “ওঁ নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারসসমম্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুবপুজিতং। ইদং সোপকরণমাত্মা নৈবেদ্যং ওঁ ঐং
শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।” ফলমূলাদিনৈবেদ্য— “ওঁ ফলমূলাদি সর্বানি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানানিধি সৃগর্জানি গৃহ্য দেবি যথাসুখম্।
ইদং ফলমূল নৈবেদ্যং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।। রচনা— “ওঁ নানাফলসমায়ুক্তং নানাবস্তু সমম্বিতম্। বচনাস্তে প্রণয়নি গৃহাণ
পবনেশ্বরী। এষ বচনা ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।” তাম্বুল — “ওঁ ফলপত্র সমায়ুক্তং কপূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা
তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এতত্তাম্বুলং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।” সিন্দূর— “ওঁ সিন্দূরং সুন্দরং দেবি ভক্তবায়ুবিবর্জিতম্।
সর্ববত্নাধিকং দিবাং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্।। ইদং সিন্দূরং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।। পুষ্পমাল্য— “ওঁ সূত্রেণ গন্ধিতং মাল্যং
ননাপুষ্প সমম্বিতম্।। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণমাল্যং গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে। ইদং পুষ্পমাল্যং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।” অন্ন — “ওঁ অন্নং
চতুর্বিধং দেবি রসোঃ ষড়্ভিঃ সমম্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ।। ইদমন্নং ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ।।” অন্ন
নিবেদন করতঃ ধেনুমুদ্রায় (পৃঃ ৯) অন্নকে অমৃতীকরণ করিয়া পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আচমনীয়ার্থে জল দিয়া মূলমন্ত্র (ঐং)
জপ করিবে। পরে পুনরাচমনার্থে জল দিবে। অতঃপর “ওঁ পুষ্টকায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্টকের, ওঁ মস্যাধাবায় নমঃ মন্ত্রে মস্যাধাবের

(পৃঃ ৩), “লেখনো নমঃ” মন্ত্রে লেখনীর (কলম) ও “ওঁ বাদ্যযন্ত্রায় নমঃ” মন্ত্রে বাদ্যযন্ত্রাদির প্রতিবেদন করতঃ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি
অনন্তর যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ধ্যান— “ওঁ পাশাঙ্কমালিকাশ্লোভসুগতির্ভাম্য নৌমাতোঃ। পদ্মসনধ্যাং ধ্যায়ন্ত
শ্রিয়ং হ্রেনৈকামতারম্। গৌরবর্ণাং স্বকপাঞ্চ সর্বলঙ্কারভূষিতাম্। রৌদ্রপদ্মব্যাংকরাং ববদাং দক্ষিণেন তু।।” মন্ত্র— ওঁ হংসায় নমঃ।।
নমঃ।। অতঃপর “ওঁ হংসায় নমঃ” মন্ত্রে দেবীবাহন হংসের যথাশক্তি পূজা করতঃ ইন্দ্রাদিদশাদিকৃপাল, আদিত্যাদিনবগ্রহ, মংসাদি
দশাবতাব, গন্ধা, যমুনা ও বাস্তুপুরুষের পূজা করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র, যথা— “যথা ন দেবো ভগবান বৃক্ষ
লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা। দেবাং পুরাণশাস্ত্রানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ, ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা
মে সিদ্ধি সিদ্ধয়ঃ। ওঁ লক্ষ্মীর্মেধাধরাপুষ্টিগৌরীতুষ্টিপ্রভাধ্বতি। এতাভিঃ পাহি তনুভিবষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতী।।” পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করতঃ প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র— “ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসাবে, কুচযুগশোভিতমুত্তাহারে। বীণাপুষ্টকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভাবতীদেবি
নমোহস্ততে।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ। ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যো কমললোচনে। বিদ্যাকপে
বিশালান্ধি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি।। “ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুষ্টকধারিণী। মুরারীবল্লভা
দেবী সর্ব গুহ্য সরস্বতী। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি।।” প্রণাম মন্ত্র— “ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভবকালৈ নমো নমঃ।

লেনবেদ্য বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥” অনন্তর ভোগ নিবেদন করতঃ আবদিকাদি কবিত্তা সবেদ্যোক্ত ত্রয়োদশ পদ্য পাঠ করিবে।

সানবেদি হোম—(কুশাঙ্কিকা) চতুর্হস্ত পবিমিত চতুষ্কোণ কেশতুয়াঙ্গারবর্জিত গোময়াদিনিও স্থলে বসিয়া সাত পূর্ব কুশাসনে পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। হোমকার্যে মাথার উষ্ণীষ (পাগড়ি) বন্ধন ও তিলকাদি দ্বারা মস্তকটিকে সজ্জিত করিবে। পূর্ব দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যক্ষণার্থ কুশকুসুমসহিত জলপাত্র স্থাপন করিবে। কোশাব পশ্চিমে উত্তরাংশে বসিয়া পূর্ব কুশ পাতিয়া বহিঃস্থাপন পর্যন্ত ঐ কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া ঐ হস্ত চিত্তভায়ে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তে অন্মিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করিবে। রেখাকরণে অগ্রে পাতিত বালুকায় উপরি দ্বাদশাঙ্গুলি প্রমাণ কুশ নৈর্ঘাতকোণ হইতে পূর্বমুখ করিয়া পাতিত করিবে। পরে একবিংশতি অঙ্গুলিপ্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরাসা করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি উর্ধ্বে, প্রথম কুশের সংলগ্ন করতঃ উত্তরাসা করিয়া রাখিবে। উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপবিমিত কুশ রাখিবে। পরে পূর্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুলি কুশের উত্তরদিকে উত্তরাসা করিয়া রাখিবে ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বাসা করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ রাখিবে। তৎপরে আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুলি কুশের উত্তরদিকে উত্তরাসা করিয়া ও ঐ কুশের উত্তর হইতে পূর্বাসা করিয়া আর একটি প্রাদেশপবিমিত কুশ রাখিয়া দিবে। এই প্রকারে সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই সেই কুশের মূলে মস্তপাত সহকারে রেখা টানিলেই কার্য সহজ হইবে। কেহ কেহ স্থূল নিৰ্ম্মাণপূর্বক কুশ দ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন, পরে মস্তপাত করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। রেখাকরণ মন্ত্ৰ, যথা—দ্বাদশাঙ্গুলি পূর্বমুখী বেখা “ওঁ রেখেরং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” ॥ ১ ॥ উহা হইতে একবিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত উপরমুখী বেখা—“ওঁ রেখেরং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা” ॥ ২ ॥ প্রথম বেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তর্বিহিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী বেখা—“ওঁ রেখেরং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা” ॥ ৩ ॥ পূর্বকাল অন্য সপ্তাঙ্গুলি অন্তর্বিহিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী বেখা—“ওঁ বেখেরমিত্রদেবতাকা নীলবর্ণা” ॥ ৪ ॥ উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তর্বিহিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী বেখা—“ওঁ বেখেরং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা” ॥ ৫ ॥ তৎপরে ঐ পাঁচটি বেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) গ্রহণপূর্বক “প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিবন্ত পবাবসুঃ” মন্ত্ৰে অবত্টিপরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) দূরস্থানে ঈশানকোণে ফেলিয়া পূর্বস্থাপিত কোশাব জলে রেখা অভ্যক্ষণ করিবে। পরে নিকট স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মস্তপাঠ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিহিতৃপ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্পর্শে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাৎমগ্নিং প্রহিণোমি দূবং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ॥” মস্তপাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঘাতকোণে

ସିଦ୍ଧିସମନ୍ତୀ ମୂଳା ମନ୍ତ୍ରୀତି

ବିକ୍ରିମସହଜୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି

পরিভাগ কবিতা অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থণ্ডিলে উপর দক্ষিণাবর্তে তৃতীয় বেদাল উপর আত্মভিমুখ করিয়া কবিতা, যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিহোপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বনোমঃ।” তৎপরে পূর্বদ্বাপিত ব্রহ্মার তুলিয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“ওঁ ইহেবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যোঃ ইব্যাং বহতু প্রজাননঃ ওঁ সর্বত্রঃ পশিষ্যতঃ সর্বত্রোহক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রবীতিঃ সর্বকর্মণু।” পরে “ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিবে। “ওঁ পিতৃশ্রাদ্ধশ্রাদ্ধকেশাঙ্কঃ পীনাসজঠরোহরুণঃ। ছাগত্বঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ।” ধ্যান পাঠ করিবে। “ওঁ বলদাগ্নে ইহ গচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্নিকৃদান্ন, অত্রাধিতানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিবে। “এস গচ্ছঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, এয ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, এয দীপঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নে হব্” মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত ঘৃতভক্ত সমিধ আচ্ছতি দিয়া ব্রহ্মহোম করিবে। যথা—পূর্বদ্বাপিত জনপাত্র ইহতে জনপাত্র দিয়া বহির্ব উত্তর ইহতে দক্ষিণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে স্থণ্ডিল ইহতে অরতিপরিমিত দূরে জলধাব দিয়া করকণ্ঠস্থি সপ্তকুণ্ড আদৃত করিয়া ব্রহ্মার আসন করিবে। যজমান কর্তৃক বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হয়েন, তবে আসনের পূর্বপাশে পশ্চিমাসো দাঁড়াইয়া ব্রহ্মার অসন্য অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আদৃত আসন ইহতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যদি উপবোক্ত বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাকাপে না হয়েন, তবে তৎপরিবর্তে নান্যায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিহোপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসু।” মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশাট দক্ষিণ-পশ্চিমা কোণে ফেলিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমা কোণে ব্রহ্মার আসন করিবে। ব্রহ্মার উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্ববক্ষিত আসন জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দো প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিহোপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ। ওঁ সীদামি।” (প্রতিবচন)। তৎপরে উক্তবাস্যে ব্রহ্মহোমপূর্বক হোতা কতিপয় কুশ বিনা মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দিয়া জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিবে এবং “এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গচ্ছপুষ্পম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।” মন্ত্রে কুশ ও কুসুমদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর হোতা পূর্বাস্যে উপবেশন করিয়া অযজ্ঞীয় ভাসাদি কথনের নিমিত্ত প্রকৃতিতন্ত্র মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা যদি বৃত ব্রাহ্মণ হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করিবেন, “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞেবদ্যদ্যননিমিত্তপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুবিচক্রে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুচ্চমস্য পাংগুলে ॥ অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু ইহিয়া অগ্নিমুখ দক্ষিণহস্তে উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আত্মভিমুখ করিয়া মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিবনুযুপচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমৈর্ভজাম্যহমিদং ভবং সুমঙ্গলম্। পবাসপত্নান্ বাধ হান্যোব্যাং বিন্ধতে ধনম্।” অনন্তর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক ইহতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে তৃণান্দিমার্জন ও স্নেহন করিবে, যথা—“কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়্‌হস্য ষষ্ঠেহহনি অগ্নিমাৰুতে শাস্ত্রে পবিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং হোমমর্গীতে

জাতবেদনে বখশিশ সম্পত্তিমা মনীষয়া। তত্রা হি নঃ প্রসীতনঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ।
 চিত্রাশ্রুঃ পক্ষাণা বকম। জাতিতে প্রত্যাং সময়া যিসেহে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ।
 দস্তাভতম। স্বামিদিগ্যামাবতঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ। বখশিশঃ। সততনায়ে সনো মনীষকঃ।
 সমানাগ্র কশ প্রতন কার্যা অগ্নির পূর্ণোক্তর দিকে তিনটি পূর্ণোক্তর কশ প্রতন ও অগ্নির নিম্নে প্রত্যাং ইবস কশ পূর্ণোক্তর কশ প্রতন
 বাগ্নির উত্তরোক্ত কশের মূলদেশ আবরণ করিলে এবং পুনরায় আন ঘনটি কশ দ্বারা প্রত্যাং ইবস কশের মূলদেশ আবরণ করিলে
 দিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের উদ্ধাঙ্গান হইতে নৈর্বাণকোণের নিম্নাঙ্গান যাবৎ পূর্ণোক্তর কশ প্রতন প্রত্যাং ইবস কশের মূলদেশ আবরণ করিলে
 পঞ্চদশসংখ্যক কশ প্রদান করিলে। পরে নৈর্বাণকোণের অগ্নি ভিত্তরে ভিত্তরে ভিত্তরে তিনটি কশ প্রদান করিলে। অনন্তর অগ্নির
 উত্তরদিকে ঈশানকোণস্থ কশের মূল আবরণপূর্বক অগ্নিকোণে যাবৎ দ্বাদশটি কশ প্রত্যাং ইবস কশের মূলদেশ আবরণ করিলে
 দশদিকে জাতপতগুল প্রক্ষেপ করিলে। যথা—“ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ নৈর্বাণায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা,
 ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুলেবায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ বখশিশে স্বাহা।” ওঁ তৎপলং হবিশং পলং ওঁ হবিশং হবিশং
 কোন একটির কাগজের প্রদানপ্রমাণ দস্তাঙ্ক সমিধ প্রত্যাং ইবস কশের মূলদেশ আবরণ করিলে।



অমৃতক অগ্নিতে আহুতি দিবে। অতঃপর আহুত কুশ হইতে দুইগাছ সাগর কুশ লইয়া তাহা অঙ্গুলি ত্রিকটি কুশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া
প্রাদেশপরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখ ব্যতীত ছেদন করিবে। যথা – “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রাচ্ছদনে বিনিয়োগঃ।
ও পবিত্রে হো বৈবগব্যো” অনন্তর ঐ পবিত্র বামহস্তের অঙ্গুলি ও অনামিকা দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র সহকারে হস্তদ্বারা অঙ্গুলি কবতঃ
ঘূতের পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, যথা – “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ, ও বিষ্ণেগর্মনসা পূত্রে হুঃ”
অতঃপর সেই ঘূতপাত্রে হোমার্থ ঘূত স্থাপন করতঃ পাত্রে উপর, দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া বামকর দক্ষিণকরের উপরে দিয়া
অধোমুখভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুলি দ্বারা ধরিবে এবং পশ্চাদ্ভাগ বামকরের অঙ্গুলি ও অনামিকা দ্বারা
ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা— “প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ, ও দেবত্বা
সবিতোৎপুনাত্বাছিদ্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥” পবে পবিত্রের মধ্যভাগ ঘূত দ্বারা আলোড়নপূর্ব্বক ঐকপভাবে পবিত্রদ্বারা
ঘূত বহিতে অমৃতক আহুতি দিবে। তৎপরে পবিত্র গাছটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিবে এবং অমৃতক অগ্নিতে নিষ্কপ
করিবে। অনন্তর ঘূতপাত্রে তলদেশ জলদ্বারা মার্জনা করিয়া আজ্য সংস্কার করিবে। শুক, সুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংস্কার করিবে।
অতঃপর পাত্ৰিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত কবতঃ বহির চতুর্দিকক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। অগ্নে অগ্নির দক্ষিণভাগ



নৈর্দ্যকোণ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ গৃহীত জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে এবং জলধারা দিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতো অনুমমস্ব।” পুনর্ব্বার ঐকপ জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিম নৈর্দ্যকোণ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমনাস্ব।” পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সব্বতর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্বত্যানুমমস্ব।” পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সব্বতর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সব্বিতঃ প্রসুব যজ্ঞঃ প্রদুব যজ্ঞপতিঃ ৩ গায় দিব্যে গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতয়ঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচয় স্বদত্ত।” অতঃপর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া করোণেতে পড়ে—“ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যজ্ঞানেন্দ্রিয়শ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বশ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ বুদ্ধি চ ত্রিণি প্রপদ্যে ত্রিণি মামবজ্ঞ ॥” অনন্তর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত এবং নিম্নে বামহস্ত বাখিয়া, ফল, পুষ্প ও কুশ মুদ্রিত করিয়া বিরূপাক্ষজপ করিবে। যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিরুদ্ররূপোহগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বরোঁ মহাহুমাঙ্কনাং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোহসি দত্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে, গহাস্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদেবানাং হৃদয়ানাং কথ্যেত্তং সজ্জিতানি। তানি বলভূচ্চ বলসাচ্চ রক্ষণোস্ত্বহপ্রমণী অনিমিষিৎ। সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রান্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরেণ কাম্যং সফলম্। পুনব্রহ্মচর্য্যমুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোহস্মহং মনুষ্যেষু ॥ ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবতু্যপধাবামিঃ জপন্তং মা মা প্রতিজ্ঞীত্বাহুঃ মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকর্ষীত্বাং প্রপদ্যে ॥ ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি। তন্মে বাধ্যতাং, তন্মে সমুদ্রতাং, তন্মে উপপদ্যতাং। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাতু, স্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবকোহনুজানাতু। তন্মে বিরূপাক্ষায় দত্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচাসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, স্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ॥” অনন্তর গৃহীত কুশ ঈশানকোণে ফেলিয়া ফল ও পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। পরে প্রকৃতকর্ম্ম করিবে।

প্রকৃতকর্ম্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্ণে ভাববে শুক্লপাক্ষে হ্রীপঞ্চমতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীপ্রীতিকামঃ (পবার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কলিত) শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীল্লখনীমঙ্গলাদেব পূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মানি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইয়ংসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্যবিশ্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে ॥” (পবার্থে—করিষ্যামি) ॥ অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিনমিশ্রিত বৃতপাত্র উত্তরাংশে কুশপত্রি স্থাপন করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘটাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ ইন্দ্রঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিঃ ঋক্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ

१०८

五

দেবীরভিষ্টয়ে শম্মো ভবন্তু পীতয়ে, শং যোরভিষ্টবন্তু নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—“ওঁ কয়ানশিঃ অঃ ভুবদুঃ
সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—“ওঁ কেতুং কৃষ্ণং কেতবে পোশোমবা। অপেশাসে।
সমুদন্তিরজায়থা স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম ॥ ইন্দ্র—ওঁ ত্রাতারমিদ্ৰমবিতাবমিদ্ৰং হবে হবে সুহবং শূরমিদ্ৰম্। হবে নু শকুং পুষ্কতমিদ্ৰমিদ্ৰং হনির্মদিবা
বেহিদ্ৰঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ অগ্নি—ওঁ অগ্নিদূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সূক্ততুং স্বাহা ॥ ২ ॥ ইন্দ্ৰ—ওঁ নাকো সুপর্ণমুপমং
পতয়ন্তুং, হৃদা বেনস্তোহভ্যচক্ষত ত্বা ॥ হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুসং ভুবণাং স্বাহা ॥ ৩ ॥ নৈঋত—ওঁ বেথাহি
নিঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুক্ল্যঃ পরিদদামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ বরুণ—ওঁ আনো মিত্রা বরুণা ঘৃতের্গব্যান্তি মুক্ষতম্। মক্ষা
রজাংসি সূক্ততু স্বাহা ॥ ৫ ॥ বায়ু—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শত্ৰু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আযুংষি তারিয়ং স্বাহা ॥ ৬ ॥ কুবের—ওঁ
ক্লেয়থ ক্লেদসি পুরুত্রাচিক্রিতে নমঃ। অলর্ষিযুষ্ম খজকুং পুবন্দর, প্রণায়ত্রা অগাসিযু স্বাহা ॥ ৭ ॥ ঈশান—ওঁ অভি ই শুব নোনুমো
অদুম্বা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দশমীশানমিদ্ৰ তস্থষঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মা—ওঁ ব্রহ্মা জজ্ঞানং প্রথমং পুবস্তাদ, বিসমিতঃ নৃকৃচো
বেন আবঃ। স বুধ্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চবিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ অনন্ত—ওঁ চর্মণীধুতং মঘবানমুক্খানিন্দঃ দিবো
বৃহতীরভ্যানুষত, বাবধানং পুরুহুতং সুবুজিভিরমর্ত্যং জরমানং দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

১০

প্রত্যক্ষদেবতা হোম ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ চতুর্বেদেভ্যো স্বাহা, ওঁ অষ্টাদশপুত্র দেভ্যো স্বাহা, ওঁ সর্বদেভ্যো
স্বাহা ওঁ লেখনীমস্যাধারাদিভ্যো স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা, ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গদেবায় স্বাহা ওঁ যাং
যমুনায়ৈ স্বাহা।

অতঃপর মহাবাহুতিহোম করতঃ (পৃঃ ৩৭) একটি ঘটাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণদিক দৃষ্টান্তে দ্রবতঃ
জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নিপর্ষ্যক্ষণ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সবিতার্দ্বেবতা অগ্নিপর্ষ্যক্ষণে বিনিয়োগঃ,
ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতুপুঃ কেতমঃ পুনাতু বাচস্পতির্কৃত্যঃ হৃদম্।” মন্ত্রপাঠ
করিয়া হস্তদ্বিত জলদ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া স্থণ্ডলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত
মন্ত্রপাঠ সহকারে জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরদিতীর্দ্বেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অম্মমংস্থা।” পুনর্বার
জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—
“প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দ্বেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অম্মমংস্থা ॥” পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ
অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দ্বেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ
ওঁ সরস্বত্যম্মমংস্থা ॥” অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় কুশ গ্রহণ করতঃ প্রতিবারই মন্ত্রপাঠ সহকারে

১১

তিনবার কুশের অগ্নি, মধ্য এবং মূলদেশ ঘূর্ত্ত করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষির্বিরাড্গায়ত্রীছন্দো ইন্দ্রোদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নেঃ
 রিহানা ব্যস্ত বয়ঃ॥” অন্তর ঐ কুশগুলি জলে অভ্যক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দিয়া দর্ভজুটিকা হোম করিবে, যথা—
 “প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রোদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ যঃ পশুনামধিপতীকদ্রুত্বিচবো বৃষা। পশুনাম্বকাং না ত্রিঋষীবেদধু
 হতং ভব স্বাহা।” অন্তর “মৃড়” নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে, যথা “ওঁ অগ্নেঃ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ
 ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধৌই, ইহসন্নিধুয্যস্থ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া পান পাঠ করতঃ
 পক্ষোপচারে পূজা করিবে, যথা—“এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে
 নমঃ, এষ দীপ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা।” অন্তর ফলপুষ্পবৃন্ত প্রচুর ঘৃত প্রতপ করিয়া
 (পরার্থে—যজ্ঞমানসহিত) দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রজুলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দিবে,
 যথা—“প্রজাপতিঋষির্বিরাড্গায়ত্রীছন্দো ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজ্ঞনীমপ্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমঃ যশসে জুহোমি, যোত্মে
 জুহোতি বয়মস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥” অন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—
 বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া “বৎ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে কুশবারিধাবা শোধন করিবে। “এতে গন্ধপুষ্প ওঁ
 পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্পাদিধাবা অর্চনা করিয়া “এতদধিপত্যেদেবারা ওঁ বিষগবে নমঃ, সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মাণ নমঃ”

১১

মন্ত্রে স্পর্শ করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবে, যথা—“বিস্বরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্ঠে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাহুতিহৌ অমুকগোত্রঃ
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোমকর্ম্মণ সাস্ত্যার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ত্রিঋষীবেদধু
 ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে” মন্ত্রে দক্ষিণাস্ত করিয়া “ওঁ চতুর্কর্দনসদ্বাহু চতুর্কর্দকট্টমিনে। দ্বিজানুষ্ঠেঃ সংকর্ম্ম সন্ধিগা ব্রহ্মণে
 ত্বমগ্নে সর্কভূতানামস্তচবসি পাবক। হব্য বদসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রবচ্ছমে। ওঁ পিঙ্গক্ষ কোহিতগ্নীং প্রতাপি ১১ চতুর্কর্দন সদ্বাহু
 ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোহস্ততো” মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অন্তর কুশবারি দ্বারা “ওঁ ব্রহ্মাণ নমঃ” মন্ত্রে ব্রহ্মাণ সিন্ধু
 করিবে। তৎপরে কুণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ৩১ লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাযথ হোম তিনবার করিবে, যথা—
 “ওঁ কশ্যপস্য ত্রায়ুষম্।” কণ্ঠে—“ওঁ জমদগ্নেস্ত্রায়ুষম্” বাহুমূলে—“ওঁ যদেবানাং ত্রায়ুষম্।” হৃদয়ে—“ওঁ বসুদেবস্ত্রায়ুষম্”
 পলে “ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে জলধাবা অগ্নির বিসর্জন করতঃ “ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নির চিত্রাং কল্যাণং
 দিবে। অন্তর দক্ষিণাস্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাদান করিবে।

১২

দক্ষিণাবাক্য—“বিস্বরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্ঠে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাহুতিহৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা
 কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসবস্বতীদেবীলেখনীমস্যাধাবপূজাস্তুতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাকনম্নান্ অমুকগোত্রঃ
 হরীতকী ফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে॥” অন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, যথা “ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসবস্বতী

৩৬
পূজা
পদ্ধতি
৩৬

দেবীলেখনীমস্যাধারকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মাঙ্গিচিদ্রমম্ ' "ও অম্" (পরিচয়)। বৈষ্ণব ক্রমোক্তম্ যথা—নিকুরৌ তৎসদান্না মাযোমাসি
মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে শ্রীপদ্মম্যাস্তিথৌ অনুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা
ভূতহোমকর্মাঙ্গি যদৈগুণা জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় শ্রীবিবেকানন্দায় ক্ষমামহং কবিষ্য। " অতঃ পরং " ও নিকুর " মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া
ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—"ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবান গোবিন্দ্যঃ সিতম্, চ। সর্বভূতানাং হৃদয়ভূতঃ সিতম্, মনোঃ। পাপ
শাস্ত্যানীকর্বাদ গ্রহণ করিবে।

অথ যজুর্বেদিহোম—প্রথমে বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ হুণ্ডিন নিষ্কাশন করিয়া গোমূত্র দ্বারা পূজা করিয়া পূর্বদিক
তিনবার মার্জনা করিবে অনন্তর হুণ্ডিলের পূর্বাঙ্গে তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অক্ষুণ্ণ ও অনক্ষিত দ্বারা পূজা করিয়া
(বালুকা) গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিবে। অনন্তর কাংসপাত্রে অভ্যর্কে মৃৎপাত্রে অগ্নি প্রতপ করিয়া উক্ত অগ্নি উত্তাপ দিয়া পূর্বদিক
"ও ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবাহঃ" মন্ত্রে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে। অতঃপর হুণ্ডিলের পূর্বদিক
সহকারে আত্মাভিমুখে অগ্নি স্থাপন করিবে, যথা—ও ইহৈবাকমিতরো দাওবেদা, দেবেভো হবঃ সত্ব প্রত্যনন। অনন্তর কলসাদি
পাঠ্য—ও সর্বতঃ পানিপাদন্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণাত সর্বকর্মান্ ॥" অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে কলসাদি
পূর্বাঙ্গে কুশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার আসন স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা বরণ করিবে। যথা—নিকুরৌ তৎসদান্না মাযোমাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে
শুক্লপক্ষে শ্রীপদ্মম্যাস্তিথৌ অনুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা

৩৬
পূজা
পদ্ধতি
৩৬

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা এ অমুকদেবশর্ম্মা
কুরু ॥" ব্রহ্মা বলিবেন—"যথাজ্ঞানং করবাণি।" যদি উপরোক্তকপে কুশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম না হইল, তবে নিকুরৌ তৎসদান্না মাযোমাসি
কল্পনা করিয়া হোতা "ও অহে দৈদিমবোদতস্তিষ্ঠান্যাসা সদনে সীদ, গোহম্ভং পাকতবঃ ॥" মন্ত্রে নিকুরৌ তৎসদান্না মাযোমাসি
স্থাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত আসন হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া বামহস্তের অক্ষুণ্ণ ও অনক্ষিত দ্বারা পূজা করিয়া "ও নিকুর
পাপ্মাসহ তেন বয়ং দ্বিষ্যঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—"ও তস্মৈহুং বৃহস্পত্যেঃ সনাত্ন
সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে, প্রব্রীমি, তদায়বে, তৎপৃথিব্যে ॥" অনন্তর অগ্নির উত্তরভাগে পূর্বদিক দ্বারা পূজা করিয়া
অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে কুশ আবৃত্ত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক হইতে ব্রহ্মহুং বৃহস্পত্যেঃ সনাত্ন
দ্রব্যসকল আসাদন করিবে, যথা—পবিত্রেছেদনার্থ কুশপত্রহর, পবিত্রহর, প্রোক্ষণপাত্র, তিনটিই সম্মুখীন কুশ তিনটিই উপস্থাপন
কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, ক্রব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রেছেদনার্থ পূর্ণপাত্রে
প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ "ও পবিত্রেহো বৈকুরৌ" মন্ত্রে নথ ব্যতীত ছেদন করিয়া "ও বিবেকশর্ম্মানস পূত্রে হু" মন্ত্রে প্রোক্ষণ পাত্রে

পূজা কবিরী সমিধের অর্চনা করিবে, যথা—“বং এভাভ্যো সাজবিশপত্রোভ্যো নমঃ এতদধিপত্যে দেবাদ ও প্রম বিদুশিবাং নমঃ, সম্প্রদানং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী নমঃ।” অন্তঃপর “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিপত্র ঘূত্ৰ করিয়া হোম করিবে পরে মহাব্যাহতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘূত্ৰ করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আর্ভতি দিলে হোমোস্ত্রে প্রবেশ্য (হাতকাড়া) পাত্রান্তরে রক্ষা করিবে। পরে উদীচ্য কৰ্ম করিবে।

উদীচ্য কৰ্ম—প্রথমে ঘূত্ৰদ্বারা মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“ও ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ও ভূব স্বাহা ইদং ভূবঃ। ও স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বঃ। ও ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা, ইদং ভূর্ভুবঃস্বঃ।” অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করিয়া “সিধু” নামক অগ্নি অর্চনা করতঃ প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষ্টে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে প্রাপঞ্চ্যন্যাহিত্যে অমুৎপত্তা শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতেহস্মিন্ হোমকর্মণি যদ্বৈগুণ্য জাতং তদ্বোধপ্রশমনায় “তমো অগ্নে” ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃস্মৃতিয়া প্রায়শ্চিত্তহোমঃ করিষ্যে।” পরে “ও অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি ও বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিকবাস, অবাধিষ্টানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে, যথা—“ও পিতৃভ্রাতৃকেশাশ্রুঃ পীতাজ্জহবোহকং। ছাগস্ব সাক্ষসগোহস্মি সপ্তর্ষি শক্তিধারকঃ ॥ এষ গন্ধঃ ও বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ ॥ এতৎ পুষ্পম ও বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপ ও বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিনৈবৈক্যম্ ও বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ।” অনন্তর পাত্রান্তরে অমুৎপত্তা

হোম করিবে, যথা—“বামদেব্যঋষিষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও ত্বমোহগ্নে বরুণসো বিদ্বান, দেবসো হেডো অবসাসিনীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোণ্ডচানো বিশ্বাদেবান্ প্রমুখ্যস্বঃ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥ বামদেব্যঋষিষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও ত্বমোহগ্নেবমো ভবোত্তী, নেদিষ্ঠো অস্যা উবাসো ব্যাটী। অবসাক্ নো বরগুণ্ডবরানো ব্রীহি মৃডীকণ্ড সুহবো না এধি স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ও প্রজাপতিঋষিষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিবরুণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও অয়াশচাগ্নেহস্যনভি শস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়না ন যজ্ঞং বহাস্যায়া নো ধেহি ভেবতং স্বাহা। ইদমগ্নিভ্যঃ ॥ ৩ ॥ শুনঃশেফঋষিষ্টপুচ্ছন্দো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও যে তে শতং বরুণং যে সহস্রং যজিনাঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভিনো অদ্য সবিতোতর্বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্ত মরুতঃ স্বর্কাং স্বাহা। ইদং বরুণায়, সবিত্রে বিষ্ণুর্বে, বিশ্বেভ্যঃস্বাহা। মরুদ্ব্য স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ শুনঃশেফঋষিষ্টপুচ্ছন্দো বরুণোদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ও উদুত্তমং বরুণপাশমামুনবকং দিষ্টবান্ নবগ্রহহোম করিবে।

প্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগাসাহদিতয়ে স্যাম স্বাহা ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে।
নবগ্রহহোম—বিগ্রহ—“ও আকৃষ্মেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিব্যাদেন সবিত রুধেন দেবঃ সর্গে

ভুবনানি, পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ১ ॥ সোমগ্রহ—“ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুং সুবধং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়ৈন্দ্রেসিন্দ্রিয়ায়। ইমমমুস্যপুত্রমুসৌ পুত্রমসৌ বিশ, এষ বোহমী রাজা সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাং স্বাহা ॥ ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা” ॥ ২ ॥ মঙ্গলগ্রহ—ওঁ অগ্নিমূর্ত্তা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাগুংসি জিহ্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ বুধগ্রহ—ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্রে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূৰ্বে সগুং সৃজেথাময়ধ্বা অগ্নিন্ সধস্থে অধুত্তরগ্নিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিগ্রহ—ওঁ বৃহস্পতে অতিঅদর্যো অর্হাদ দুর্নদ্বিভাতিক্রতুমজ্জেনেবু। যদীদয়চ্ছবস স্বাত প্রজাত তদস্মাবু দ্রবিণং দেহি চিত্রগুং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় ॥ ৫ ॥ শুক্রগ্রহ—“ওঁ অগ্নাং পরিষ্কতো রসং ব্রহ্মণা ব্রহ্মণ ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সে মং প্রজাপতিঃ। স্বতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্ বিপানগুং শুক্রমক্ষসং ইন্দ্রেসোদ্রিয়ামিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় ॥ ৬ ॥ শনিগ্রহ—ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি অবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায় ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তিঃ পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দুর্বে প্রতনু, সহস্রেন শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—ওঁ কেতুং কৃষ্ণকেতবে, পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুদন্তিরজায়থাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম—ওঁ ত্রাতারমিদ্ৰমবিতারমিদ্ৰগুং হবে হবে সুবহগুং শুরমিদ্ৰম্। হুয়ামি শক্রং পূরহূতমিদ্ৰগুং, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ইদমিদ্ৰায় ॥ অগ্নি—ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে ॥ যম—ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অকর্বনসি, ত্রিতো গুহেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়্য বিপূজা আহস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা ॥ ইদং যমায়। নৈৰ্ব্বত—ওঁ যন্তে দেবী নিৰ্ব্বতিবারবন্ধ, পশং গ্রীবাস্ববিচ্ছৃত্যম্। তন্তেবিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদর্থেতং পিতুমন্ধি প্রসূতঃ স্বাহা ॥ ইদং নৈৰ্ব্বতয়ে ॥ বরুণ—বরুণস্যোত্তমমসি, বরুণস্য স্কন্ধ সজ্জনীস্থঃ। বরুণস্যস্বতসদনমসি। বরুণস্যস্বতসদনামাসীদ স্বাহা ॥ ইদং বরুণায়। বায়ু—ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শত্ৰু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুগুংষি তারিযং স্বাহা ॥ ইদং বায়বে। কুবের—ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবধিদ্, যথা দান্তানুপূর্বং বিযুয়। ইহেইহ্যাং কুণুহি ভোজনানি, য়েবর্হিবো মম উজ্জিং যজস্তি স্বাহা ॥ ইদং কুবেরায়। ইশান—ওঁ তমীশানং জগতন্তুদুষপতিং, ধিয়জ্জিঘ্রবসে হুমহে বয়ম্। পূযা নো যথা বেদসামসদ বৃধে, রক্ষিতা পায়ুরদন্ধঃস্বস্তয়ে স্বস্তয়ে স্বাহা ॥ ইদমীশানায় ॥ ব্রহ্ম—ওঁ আ ব্রহ্মান ব্রাহ্মাণেন ব্রহ্মবর্চসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজ্য্যঃ শূর ইষব্যোহতিব্যাকী মহারথো জায়তাং, দোদ্রী ধেনুর্বোঢ়াহনড্রানাগুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিযুঃ রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাহস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পজ্জগ্যো বর্ষতু, ফলবতো ন ওযধয় পচাত্তাং, যোগক্ষেমে নঃ কল্পতাগুং স্বাহা ॥ ইদং ব্রহ্মাণে। অনন্ত—ওঁ নমোহস্ত সর্পেভ্যো য়ে কে চ পৃথিবীমনু। য়ে অন্তরীক্ষে য়ে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ॥ ইদমনন্তায় ॥” অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবে।

প্রত্যক্ষদেবতাহোম—সামবেদি প্রত্যক্ষদেবতা হোম দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৪১)। অতঃপর একটি ঘৃতান্ত সমিধ অমন্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মৃড়নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে, যথা—“ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি, ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ

শ্রীশ্রীসরস্বতী স্তোত্রম্ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—ওঁ সরস্বতীং নমস্যামি চেতনা হৃদি সংস্থিতাম্। কণ্ঠস্থং পদ্মায়োনিস্থং হ্রীং হ্রীংকারশ্রিতাং
শুভাম্ ॥ ১ ॥ মতিদাং বরদাঞ্চৈব সর্বকামফলপ্রদাম্। কেশবস্য প্রিয়াং দেবীং বীণাহস্তাং বরপ্রদাম্ ॥ ২ ॥ ঐং ঐং মন্ত্রপ্রিয়াং নিত্যং
কুমতিধ্বংসকারিণীম্। সুপ্রকাশাং নিরলঙ্ঘ্যামজ্ঞানতিমরিপহাম্ ॥ মোক্ষদাঞ্চ সদা নিত্যং শুভদাং শোভনপ্রিয়াম্। পদস্থিত কুণ্ডলিনীং
শুরুবর্ণাং মনোহরাম্। আদিত্যমণ্ডলে লীনাং প্রণাম্যামিকুলপ্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥ ঋষিরুবাচ—ইতি সংস্কৃতা দেবী বাগীশেন মহাশ্রুনা। আশ্রয়ানং
দর্শয়ামাস শরদিন্দুসমপ্রভাম্ ॥ ৫ ॥ দেব্যুবাচ—বরং বৃণু ভদ্রং তে যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৬ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ—বরদা যদি মে দেবি
দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচ—দত্তং তে নিম্নলং জ্ঞানং কুমতিধ্বংসকারণম্। স্তোত্রেনানেন যে ভক্ত্যা মাংস্তবন্তি সদা নরাঃ।
তে লভন্তে পরজ্ঞানং মমতুল্য পরাক্রমম্ ॥ ৮ ॥ ত্রিসন্ধ্যাং প্রযতো ভূত্বা যস্তিদং পঠতে সদা। তস্য কণ্ঠে সদা বাসং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ
॥ ৯ ॥ ইতি শ্রীবৃহস্পতিকৃতং শ্রীশ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীসরস্বতী কবচম্ ॥ ভৃগুরুবাচ—ওঁ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ। সর্বজ্ঞ সর্বজনক সর্বোৎকর্ষ সর্বপূজিত ॥
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রহ্মি বিশ্বজয়ং প্রভো। অজাতযাম মন্ত্রাণাং সমূহ-সংযুতং পরম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ—শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যান্তঃশ্রুতিপূজিতম্ ॥ ১ ॥ উক্তং গোলোকে কৃষ্ণেণ মহ্যং বৃন্দাবনে বনে। রাসেশ্বরেণ বিভূনা রাসে চ

রাসমণ্ডলে ॥ ২ ॥ অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষ সমং পরম্। অশ্রুতানুত মন্ত্রাণাং সমুৎকর্ষ সমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥ যদ্বদ্বা পঠনাদ ব্রহ্মন্
বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ। যদ্বদ্বা ভগবন্ শুক্ৰ সর্বদৈতেষু পূজিতঃ ॥ ৪ ॥ পঠনাদ্ভারণাদ বাগ্মী কবীন্দ্রো বাগ্মিকী মুনিঃ। স্বায়ম্ভুবো
মনুশ্চৈব যদ্বদ্বা সর্বপূজিতঃ ॥ ৫ ॥ কণাদো গৌতমঃ কণ্ঠঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রহ্ণকার যদ্বদ্বা দক্ষঃ কাত্যায়ন স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ কৃতা
বেদ-বিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥ শীতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যদ্বদ্বা
পঠনাদ্ গ্রহ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সং ॥ ৮ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাং স্তীকো দেবলস্তথা। জৈগীষব্যোহধ জাবালীর্যদ্বদ্বা সর্বপূজিতঃ ॥ ৯ ॥
কবচস্যাস্য বিপেদ্র ঋষিরেব প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ সর্বতত্ত্বপরিজ্ঞান সর্বার্থসাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ ওঁ হ্রীং সরস্বতৌ স্বাহা শিরো য়ে পাতু সর্বতঃ। শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং
মে সর্বদাবতু ॥ ১২ ॥ ওঁ সরস্বতৌ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্। ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ১৩ ॥ ওঁ হ্রীং
বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বতোবতু। হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৪ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতী দন্তপংক্তীঃ
সদাবতু। ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ১৫ ॥ ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং ক্ষুদ্রং মে শ্রীং সদাবতু। শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ
স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ১৬ ॥ ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্। ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেত মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৭ ॥
ওঁ সর্ববর্ণাঙ্ঘ্রিকায়ৈ চ পায়ুগ্মং সদাবতু। ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ সর্বোদ্র মে সদাবতু ॥ ১৮ ॥ হ্রীং সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।



ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যো স্বাহাগ্নিদিগি রক্ষতু ॥ ১৯ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বতৌ বধূজনস্যো স্বাহা। সততং মন্ত্ররাজোহয়ং দক্ষিণে
মাং সদাবতু ॥ ২০ ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্রাক্ষরো মন্ত্রো নৈঋত্যাং মন্ত্রো মে সদাবতু। করিজিহ্বাগ্রবাসিন্যো স্বাহা মাং বারুণেহবতু ॥ ২১ ॥
ওঁ সদাস্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু। ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যো স্বাহা মামুত্তরেহবতু ॥ ২২ ॥ ওঁ সর্বশাস্ত্রবাসিন্যো স্বাহা ঐশান্যাং
সদাবতু। ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চৌর্ধ্বং সদাবতু ॥ ২৩ ॥ ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিন্যো স্বাহাহধো মাং সদাবতু। ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ
স্বাহা মাং সর্বদাহবতু ॥ ২৪ ॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রৌষবিগ্রহম্। ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৫ ॥ পুরা
শ্রুতং ধর্মভ্রাতাং পর্বতে গচ্ছমাৎমনে। তবোপ্সেহান্মমরাখাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যাচিৎ ॥ ২৬ ॥ গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রানঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রণম্য দণ্ডদ্বমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধী ॥ ২৭ ॥ পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্ত কবচং ভবেৎ। যদি স্যাৎ সিদ্ধ কবচো বৃহস্পতি সনো
ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ মহাবাগ্মীশ্চ কবীন্দ্র ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। শক্নোতি সর্বং হেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ ইদং তে কাগ্নিশাস্ত্রোক্তং
কথিতং কবচং মুনৈ। স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্ধনং তথা ॥ ৩০ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে
শ্রীশ্রীসরস্বতীকবচং সমাপ্তম্।

